বিশ্বব্যাংক
তথ্য বিবরণী

জাতীয় কৃষি প্রযুক্তি পদ্ধতির কার্যকারিতা উন্নয়ন

বাংলাদেশ সরকার জাতীয় কৃষি প্রযুক্তির কার্যকারিতা উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষির উৎপাদনশীলতা ও কৃষি খামার থেকে আয় বৃদ্ধির যে উদ্যোগ নিয়েছে বিশ্বব্যাংক সে লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা প্রদান করছে। গ্রামীণ দারিদ্র হ্রাস, বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের উন্নয়নের জন্য সরকারের গৃহিত কৌশলের সাথে সঙ্গতি রেখে বিশ্বব্যাংক এই সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে।

প্রস্তাবিত জাতীয় কৃষি প্রযুক্তি প্রকল্পের লক্ষ্য হচ্ছে কিছু নীতিগত সংস্কার, প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন এবং বিনিয়োগের মাধ্যমে সঠিক কৃষি প্রযুক্তির উদ্ভাবন, এ বিষয়ে কৃষকদেরকে অবহিতকরণ, কৃষিতে ব্যবহারের জন্য এসব প্রযুক্তি গ্রহণ করা এবং এগুলোর যথাযথ ব্যবহারকে এগিয়ে নেয়া।

এই প্রকল্পের তিনটি বাস্তবিক উপাদান থাকবে। সেগুলো হচ্ছে- (ক) কৃষি গবেষণা কাজে সহায়তা প্রদান, (খ) কৃষি সম্প্রসারণে সহায়তা এবং (গ) পণ্যের সরবরাহ চেইন সৃষ্টি করা। গবেষণা, কৃষি সম্প্রসারণ, চাষী ও বাজার- এদের মধ্যে যোগাযোগকে শক্তিশালী করাই হচ্ছে এই প্রকল্পের প্রধান লক্ষ্য।

এই প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষি গবেষণা কাজে প্রদত্ত সহায়তার অধীনে কিছু নির্দিষ্ট বিষয়ে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কৌশলগত ও সর্বব্যাপী গবেষণার জন্য 'প্রতিযোগিতামূলক মঞ্জুরি' দেয়া হবে এবং ব্যক্তিপর্যায়েও বিভিন্ন গবেষণা কাজে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে। এই প্রকল্পের আরো একটি লক্ষ্য হচ্ছে কৃষি গবেষণায় জড়িত প্রতিষ্ঠানগুলোর দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

কৃষি সম্প্রসারণে প্রদত্ত সহায়তার অধীনে কৃষি সম্প্রসারণ কাজের বিকেন্দ্রীকরণ, গবেষণা-কৃষিসম্প্রসারণ ও কৃষক- এই তিনের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার বিষয়টিকে লক্ষ্যমাত্রা হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। সরবরাহ চেইনের সৃষ্টির মাধ্যমে কৃষকের সাথে বাজারের যোগাযোগ বৃদ্ধির বিষটির ওপর জোর দেয়া হবে যাতে কৃষক তার পণ্যের উচ্চমূল্য পায়। এছাড়া এই সহায়তার অন্যতম উপাদানগুলো হচ্ছে কৃষি বিষয়ক জ্ঞানের ব্যবস্থাপনা ও মানবসম্পদের উন্নয়ন।

বিশ্বব্যাংকের একটি মিশন সম্প্রতি এই প্রকল্পটির মূল্যায়ন করেছে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে প্রকল্পের প্রথম বছরের কর্মসূচী ও বাস্তবায়নের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছে। কৃষি মন্ত্রনালয় এবং মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রনালয় যৌথভাবে এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে।

এই প্রকল্পের আনুমানিক ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় ৮৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এই অর্থের মধ্যে বিশ্বব্যাংক ৬২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রদান করবে। আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (ইফাদ) প্রদান করবে ২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং বাকি ৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দেবে বাংলাদেশ সরকার।

বিশ্বব্যাংক নীতিমালা সংস্কার, প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন এবং বিনিয়োগের জন্য দীর্ঘমেয়াদী বাস্তবিত্তিক কর্মসূচী নিয়ে অগ্রসর হতে চায়। তিন ধাপে এই প্রকল্পটি ১৫ বছরে বাস্তবায়িত হবে। পাঁচ বছর মেয়াদী প্রতিটি ধাপে যথাযথভাবে কার্যসম্পাদনের জন্য সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা থাকবে।